# Department of History

# Gobardanga Hindu College

# GE/ DSC Core Course - 4

## 4Th semester

## *খিলাফত আন্দোলন*

খিলাফত আন্দোলন (১৯১৯-১৯২৪) ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রভাবে উদ্ভূত একটি প্যান-ইসলামি আন্দোলন। ওসমানীয় সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ (১৮৭৬-১৯০৯) প্যান-ইসলামি কর্মসূচি শুরু করেছিলেন। নিজ দেশে জাতীয়তাবাদী গণতান্ত্রিক আন্দোলন নির্মূল করার লক্ষ্যে এবং বিদেশি শক্তির আক্রমণ থেকে তাঁর ক্ষয়িষ্ণু সাম্রাজ্যকে রক্ষা করে বিশ্ব-মুসলিম সম্প্রদায়ের সুলতান-খলিফা'মর্যাদায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যে তিনি এ আন্দোলনের সূচনা করেন। উনিশ শতকের শেষের দিকে তাঁর দূত জামালউদ্দীন আফগানি প্যান-ইসলামবাদ প্রচারের জন্য ভারত সফর করার পর এ মতবাদের প্রতি কিছু ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে অনুকূল সাড়া জাগে।

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ রদ (১৯১১), তুরস্কের ওপর ইতালীয় (১৯১১) ও বলকান আক্রমণ (১৯১১-১৯১২) এবং তুরস্কের বিপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) গ্রেট ব্রিটেনের অংশগ্রহণের ফলে বিশ শতকের শুরুতে প্যান-ইসলামি আন্দোলন আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয় এবং সেভার্স চুক্তির (আগস্ট ১০, ১৯২০) অধীনে তুরস্কের ভূখন্ড ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা হওয়ায় ইসলামের পবিত্র

স্থানসমূহের ওপর খলিফার অভিভাবকত্ব নিয়ে ভারতে আশংকা দেখা দেয়। এ কারণে তুর্কি খিলাফত রক্ষা এবং গ্রেট ব্রিটেন ও ইউরোপীয় শক্তিগুলির তুরস্ক সাম্রাজ্যকে বাঁচানোর জন্য ১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে একটি গোঁড়া সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে খিলাফত আন্দোলন শুরু হয়। আলী ভ্রাতৃদ্বয় মুহম্মদ আলী ও শওকত আলী, আবুল কালাম আজাদ, ড. এম.এ আনসারী ও হসরত মোহানীর নেতৃত্বে এ আন্দোলন সূচিত হয়। উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি শহরে খিলাফত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রাদেশিক শাখার বিধানসহ বোম্বাই শহরে একটি কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। শেঠ ছোটানী নামীয় এক ধনী ব্যবসায়ীকে এ কমিটির সভাপতি ও মওলানা শওকত আলীকে সম্পাদক করা হয়। ১৯২০ সালে আলী ভ্রাতৃদ্বয় খিলাফত ইশতেহার ঘোষণা করেন। কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটি তুরস্কে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সহায়তা দান এবং দেশে খিলাফত আন্দোলন সংগঠিত করার জন্য একটি তহবিল গঠন করে।

এসময়ে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯১৯ সালের এপ্রিলে সংঘটিত জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকান্ড এবং ১৯১৯ সালের রাওলাট অ্যাক্টকে সরকারি নির্যাতনের প্রমাণরূপে চিহ্নিত করে এর প্রতিবাদে অহিংস জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ‘সত্যাগ্রহ’ শুরু করেন। তাঁর আন্দোলনের প্রতি মুসলমানদের সমর্থন নিশ্চিত করার জন্য গান্ধী খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং কেন্দ্রীয় খিলাফত কমিটির সদস্য হন। সর্ব ভারতীয় কংগ্রেসের নাগপুর সম্মেলনে (১৯২০) গান্ধী ‘স্বরাজ’ কর্মসূচিকে খিলাফত আন্দোলনের দাবির সঙ্গে যুক্ত করেন এবং উভয় লক্ষ্য অর্জনের জন্য অসহযোগ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

১৯২০ সালের মাঝামাঝি সময়ে খিলাফত আন্দোলনের প্রতি গান্ধীর সমর্থনের বিনিময়ে খিলাফত নেতৃবৃন্দ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এভাবে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায় একটি সম্মিলিত ফ্রন্ট গড়ে তোলে। জামিয়াতুল উলামা-ই-হিন্দের মাধ্যমে মুসলিম ধর্মতত্ত্ববিদদের সমর্থনও পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় নির্বাহি ও সাংবিধানিক কমিটিতে বাংলার মওলানা  আকরম খাঁ একজন সদস্য ছিলেন।

অবশ্য কিছু বড় ধরনের ঘটনা এ আন্দোলনের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও অহিংস উদ্দেশ্য সাধনে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এসব ঘটনার মধ্যে ছিল ১৯২০ সালে ১৮ হাজার মুসলিম কৃষকের হিজরত, এদের অধিকাংশই ছিল সিন্ধু ও উত্তর পশ্চিম প্রদেশসমূহের

অধিবাসী; ভারতকে ‘দারুল হারব’ বিবেচনা করে এ নিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বাড়াবাড়ি; ১৯২১ সালে দক্ষিণ ভারতে মোপলা বিদ্রোহ; ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে উত্তরপ্রদেশের চৌরি-চৌরাতে উচ্ছৃঙখল জনতা একটি থানাতে আগুন দিলে ২২ জন পুলিশের মৃত্যু। এর পরপরই গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করেন। খিলাফত আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ এ পদক্ষেপকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মনে করেন।

শেষ পর্যন্ত তুর্কিদের কাছ থেকেই আসে খিলাফত নেতৃবৃন্দের বহিরানুগত্যের প্রতি চরমতম আঘাত। তুর্কি জাতীয়তাবাদী নেতা মোস্তফা কামালের চমকপ্রদ সেক্যুলার রেনেসাঁ, হানাদার গ্রিক বাহিনীর ওপর তাঁর বিজয় এবং পরিণামে ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে সালতানাতের বিলুপ্তি ও ১৯২৩ সালের অক্টোবর মাসে তুরস্কের প্রজাতন্ত্রে রূপান্তর, ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে খিলাফতের বিলুপ্তি ঘটায় খিলাফতীদের মোহভঙ্গ হয়। এরপর প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্বহীন অবস্থায় ১৯২৪ সালে খিলাফত আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

**সমাপ্ত**